International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2024; 6(6): 38-40
Received: 08-04-2024
Accepted: 13-05-2024

Sumana Das
Resource Person, MGG College, Mayabunder, Andaman and Nicobar Island, India

Corresponding Author:
Sumana Das
Resource Person, MGG College, Mayabunder, Andaman and Nicobar Island, India

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য ও শরৎচন্দ্র

Sumana Das

ভূমিকা

কথা সাহিত্য উপন্যাসের পরেই ছোটগল্পের উদ্ভব । উপন্যাসের বিকাশ একটা নির্দিষ্ট পরিনিতির স্তরে পৌছাবার পরেই ছোটগল্পের উদ্ভব হয় এবং এডগার অ্যালান পো, মোপাশা, চেখভ ও হেরনি প্রভৃতি কথা সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যেদিয়ে আধুনিক গল্পেসাহিত্যের এই শাখাটি আঙ্গিকতক উৎকর্ষ লাভকরে । ছোটগল্পের একটি নিজেস্ব স্বরূপ বৈশিষ্ট্য আছে । ক্ষুদ্র গীতিকবিতার মত ছোটগল্পের সর্বপকার বাহুল্যবর্জিত সংহত রূপে একটি নির্দিষ্ট । জীবনের সুখ - দুঃখ, আশা- আকাঙ্খা, সমস্যা যন্ত্রনার একটি মাত্র দিক।ছোটগল্পের আকার কী হবে সে সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেই। সব ছোটগল্পই গল্প বটে কিন্তু সব গল্পই ছোটগল্প নয়। একটি কাহিনী বা গল্পকে ছোটগল্পে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কিছু নান্দনিক ও শিল্পশর্ত পূরণ করতে হয়। ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থ কী সে নিয়ে সাহিত্যিক বিতর্ক ব্যাপক। এককথায় বলা যায়- যা আকারে ছোট, প্রকারে গল্প তাকে ছোটগল্প বলে। জীবনের খন্ডাংশ বিদ্যুৎ ঝলতে অন্ধকার আকাশ আলোকিত হওয়ার মতোই মুহূর্তে উৎভাসিত হয়ে ওঠে, বিন্দুতে সিন্দু দর্শনের মতোই । জীবনের একাংশের চকিত স্ফুরনেই মানব জীবনের অপরিমিয়তা অভাসিত হয়। একটি মাত্র থিম বা বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই ছোটগল্পের অবয়ব তৈরী হয়, সংলাপ, চরিত্র ও ঘটনার এই সমস্ত উপাদান আঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত হয়েই তাকে সংহত ও নিটোল রূপ দান করে । ছোটগল্প ক্ষুদ্র অথচ স্বয়ং সম্পূর্ণ । ছোটগল্পে জীবনের সামগ্রিক দিকটি উপন্যাসের মতো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত না হয়ে বরং এর খণ্ডাংশকে পরিবেশিত হয়। এজন্য ছোটগল্প যথাসম্ভব বাহুল্যবর্জিত, রসঘন ও নিবিড় হয়ে থাকে। সংগত কারণেই এতে পাত্রপাত্রী বা চরিত্রের সংখ্যা খুবই সীমিত হয়। ছোটগল্পের প্রারম্ভ ও প্রাক্কাল সাধারণত খানিকটা নাটকীয় হয়।

মুল বিষয়বস্তু: নির্মম, উন্নতশীল, পর্যবেক্ষণ, প্রসারিত, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ট, বেদনাহীন

ভূমিকা
কথা সাহিত্য উপন্যাসের পরেই ছোটগল্পের উদ্ভব । উপন্যাসের বিকাশ একটা নির্দিষ্ট পরিনিতির স্তরে পৌছাবার পরেই ছোটগল্পের উদ্ভব হয় এবং এডগার অ্যালান পো, মোপাশা, চেখভ ও হেরনি প্রভৃতি কথা সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যেদিয়ে আধুনিক গল্পেসাহিত্যের এই শাখাটি আঙ্গিকতক উৎকর্ষ লাভকরে ।

ছোটগল্পের একটি নিজেস্ব স্বরূপ বৈশিষ্ট্য আছে । ক্ষুদ্র গীতিকবিতার মত ছোটগল্পের সর্বপকার বাহুল্যবর্জিত সংহত রূপে একটি নির্দিষ্ট । জীবনের সুখ - দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, সমস্যা যন্ত্রনার একটি মাত্র দিক।ছোটগল্পের আকার কী হবে সে সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেই। সব ছোটগল্পই গল্প বটে কিন্তু সব গল্পই ছোটগল্প নয়। একটি কাহিনী বা গল্পকে ছোটগল্পে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কিছু নান্দনিক ও শিল্পশর্ত পূরণ করতে হয়। ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থ কী সে নিয়ে সাহিত্যিক বিতর্ক ব্যাপক। এককথায় বলা যায়- যা আকারে ছোট, প্রকারে গল্প তাকে ছোটগল্প বলে। জীবনের খন্ডাংশ বিদ্যুৎ ঝলতে অন্ধকার আকাশ আলোকিত হওয়ার মতোই মুহূর্তে উৎভাসিত হয়ে ওঠে, বিন্দুতে সিন্দু দর্শনের মতোই । জীবনের একাংশের চকিত স্ফুরনেই মানব জীবনের অপরিমিয়তা অভাসিত হয়। একটি মাত্র থিম বা বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই ছোটগল্পের অবয়ব তৈরী হয়, সংলাপ, চরিত্র ও ঘটনার এই সমস্ত উপাদান আঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত হয়েই তাকে সংহত ও নিটোল রূপ দান করে । ছোটগল্প ক্ষুদ্র অথচ স্বয়ং সম্পূর্ণ । ছোটগল্পে জীবনের সামগ্রিক দিকটি উপন্যাসের মতো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত না হয়ে বরং এর খণ্ডাংশকে পরিবেশিত হয়। এজন্য ছোটগল্প যথাসম্ভব বাহুল্যবর্জিত, রসঘন ও নিবিড় হয়ে থাকে। সংগত কারণেই এতে পাত্রপাত্রী বা চরিত্রের সংখ্যা খুবই সীমিত হয়। ছোটগল্পের প্রারম্ভ ও প্রাক্কাল সাধারণত খানিকটা নাটকীয় হয়।

মুল বিষয়বস্তু

সাহিত্যিক সঙ্গে গল্পের কয়েকটি শরৎচন্দ্রের -দু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণধর্মের ছোটগল্পের অনেক ছোটগল্পের করলেই তুলনা রচনার একটা গুলির বড়গল্প শরৎচন্দ্রের হবে। স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য জীবন ভাবসংহতি ছোটগল্পের মধ্যেের উদ্ভাস, দেখতে নিটোলতা রস তার ,' ছেলে বিন্দুর' পাইনা।শরৎচন্দ্রের করলে পরীক্ষা গল্পগুলি প্রভৃটি ' মেজদিদি' বিশেষ একটি জীবনের ছোটগল্পের যায় দেখা ও ঘটনা চরিত্র টানে কেন্দ্রাভিমুখী দিকের শিশির বা মুক্তা একটি হয়ে সংহত বর্ণনায় উদ্ভাসি রূপ গাঢ়বদ্ধ মতো বিন্দুরত হয়েছে । শরৎচন্দ্রের লেখা প্রথম ছোট গল্প "মন্দির" এই গল্পটিকে যথার্থ ছোটগল্পের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । " একাদশী বৈরাগী ", অভাগীর স্বর্গ ", " মহেশ" প্রভৃতি রচনাই ছোট গল্পের আখ্যা পাবার যোগ্য । " একদশী বৈরাগী " তে মানব মনের একটি বিস্ময়কর অসঙ্গতির চিত্র দেখানো হয়েছে । একাদশী একেবারে চক্ষুলজ্জাহীন সুদখোর, প্রসন্নমনে একটি পয়সা সুদ ছাড়াও তার পক্ষে অসম্ভব ।কিন্তু এই পাষানের মধ্যেও দুটি শীতল নীঝর প্রবাহিত হয়েছে । তার ভগিনীর প্রতি একান্ত অনুযোগহীন স্নেহ, যার মন একদিকে এত নীচ অন্যদিকে তার মহত্বের শিখর স্পর্শ করেছে ।শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির বিশেষত্ব এইযে নীচের মধ্যে মহত্বের বিজ কখনো তাঁর চক্ষু এড়ায় না। "অভাগীর স্বর্গ " ও " মহেশ" এই দুটি রচনার মধ্যেই ছোটগল্পের রূপরস পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়, এখানে তাঁর অন্যান গল্পের কাহিনী, চরিত্র ও ঘটনার পল্লবিত বিস্তারের পরিবর্তে ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় ভাবসংহতিজাত শিল্পরূপ চোখে পরে । " অভাগীর স্বর্গ " গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুলেঘরের চিরদুঃখিনী, স্বামী পরিত্যাক্ত অভাগী, কাঙালীর মা ব্রাহ্মণ জমিদার গৃহিনীর শেষকৃতের বিপুল সমাহার, ছেলের হাতের মুখো অগ্নির সংযোজনে প্রজ্বলিত চিতা দেখে নিজের জন্যও এইরূপ সৎকারের ব্যাকুল কামনা মা তার ছেলে কাঙালীর কাছে প্রকাশ করে গেছে।কিন্তু মায়ের সেই সামান্য সাধটুকু পূর্ণ্য করতে গিয়ে হত্ভাগ্য নিম্ন ও দরিদ্রখরের কাঙালীচরন এই মনুষ্যত্বহীন সমাজের দ্বারা লাঞ্চিত হয়েছে ।অভাগীর সেই সাধকে কেন্দ্র করেই একটা সরলরেখার মতোই ঘটনা বিনস্ত হয়ে ছোটগল্পের করুনরস সৃষ্টি করেছে । "মহেশ" করুণরসঘণ ছোটগল্পের রূপে আরো মর্মস্পর্শী এদেশের উচ্চবর্ণ শাসিত হিন্দুসমাজের নিষ্টুর নীচতার পটভূমিতে নির্বাক প্রানী মহেশের

প্রতি দরিদ্র মুসলমান কৃষক গফুরের দরিদ্র বিড়ম্বিত জীবন, সমাজে নির্মম অত্যাচার মহেশকে প্রতিপালন করতে না পারার জন্য গবীর মর্মবেদনা, অভাবের তাড়নায় সাথপুরষের ভিটা ত্যাগের সময় তার বেদনাদীর্ণ হৃদয় এই রচনায় ছোটগল্পের সংহত রূপ লাভ করেছে । "বোঝা" গল্পটি শরংচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা । এই গল্পে এক আতিরিক্ত ভাবপ্রবল, খেয়ালি স্বামী কতৃক নিরপরাধা তরুণীর পত্নীর পরিত্যাগ একটি অবিমিশ্র করুণরশের কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে । এই গল্পের রচনাভঙ্গি সম্পূর্ণ্য রূপে শরংচণন্দ্রের স্বকীয়তাবর্জিত ।কাহিনীর মধ্যে কোথাও চরিত্রসৃষ্টি বা গভীররস স্ফুরনের পরিচয় নাই। বাংলা ছোটগল্পের জগতে কেবল জীবনের চিত্র নয়, আঙ্গিকের বৈচিত্রর কথা ভেবেও বিস্মিত হতে হয়। মানুষের দেহমণের মানচিত্রকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে ; আর সেই সঙ্গে এনে দিয়েছে ভাষার মানচিত্রের পরিবর্তন । আগামী একশত বছরে ছোটগল্পের সম্ভব ও ইতিহাস কেবল সমৃদ্ধ হবেনা তা পৃথিবীর উন্নতশীল ভাষাসমূহের ছোটগল্পের পরিধিকে ছড়িয়ে যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বলতম জোতিষ্ক হলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি তাঁর সীমিত কালখন্ডকে স্বচ্ছন্দে এতক্রম করে এক যুগতীর্ণ মর্যাদায় অধিষ্টিত হয়ে আছেন বাঙ্গালী পাঠকসমাজে, তার কালজয়ী খ্যাতি দেশের সীমাকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরিলক্ষিত করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিস্তারলাভ করে বিদেশি পাঠকদের মনকেও জয় করেছে বাংলা সাহিত্যে । শরৎচন্দ্র এমন একটি নতুন পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন যা বাংলা কথাসাহিত্যের পরিধিকে প্রসারিত করে দিয়ে তার মধ্যে এনেছে এক আদৃষ্টপূর্ণ বৈচিত্র্য । সংবেদনশীল হৃদয়, ব্যাপক জীবনজিজ্ঞাসা প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তি, সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মনোভঙ্গি প্রকৃতির গুলে শারৎসাতিত্ব লাভ করেছে এক অনন্য সাধারণ বিশিষ্টতা যা পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে ।

উপসংহার :

শরৎচন্দ্রের সমস্ত ছোটগল্প গুলিকে প্রধানত পরিবারিক, সামাজিক ও মনস্তত্ত্বমূলক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্তি করলেও তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পের কেন্দ্রভূমিতে বিরাজমান রয়েছে বাঙালির সমাজ সম্পর্কে এক বিরাট জিজ্ঞাসা এবং বাঙালীর মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ জীবনের রূপায়ন সমাজের বাস্তব অবস্থা নরণারির জীবনভিঙ্গীমা ও জীবনবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের মানসলোকে যে সুক্ষ জটিল প্রতীকীয়ার সৃষ্টি করে, শরৎ সাহিত্যে যা পাই তারই সার্থক রূপায়ন । বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের দুঃখ বেদনার এতবড়ো কাব্যকার ইতিপূর্বে লক্ষ করিনি বললেই চলে । মূঢ়তায় আছন্ন সমাজব্যবস্তার নিষ্ঠুর শাসনে লাঞ্চিত নরনারীর অশ্রুসিক্ত জীবনকথা অবলম্বন করে মানবদরদী শরৎচন্দ্র গদ্যবাহিত যে কতগুলি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প রচনা করেছেন তাতে বাংলা সমাজের অতিবিশ্বস্ত ও অহুচিত্রীত উন্মোচিত হয়েছে । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে শ্রেষ্ট ছোটগল্পকার বলা যেতে পারে । বললেও বোধ করি ভুল হবে না । তাঁর রচনায় ফুটেওঠে বাস্তবের প্রতিচ্ছবি, শরৎচন্দ্রের অনেক ছোটগল্প ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে এবং তা যথার্থ জনপ্রিয় লাভ করেছে । তিনি কেবল ভারতবর্ষে নন সম্পূর্ণ্য বিশ্বের বুকে তাঁর লেখার মাধ্যমে চিরস্থায়ী হয়ে বিরাজ করবেন ।

গ্রন্থপুঞ্জি ধারা উপনাসের বঙ্গসাহিত্যে (১) :
শ্রী শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক: মর্ডান বুক এজেন্সি
প্রাইভেট লিমিটেড
প্রথম প্রকাশ: ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ ।
(২) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ্য ইতিবৃত্ত
– ড. আসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক : মর্ডান বুক এজেন্সি
প্রাইভেট লিমিটেড
(৩) শরৎ সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ
জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক : রামাচরণ মুখোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন –১৪০৬